রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ১৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১, ২০২১

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২০৫—২২৩
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৫—২৮৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৯—১১২
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৪৫—৩৭২
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ পৌষ ১৪২৭/০৪ জানুয়ারি ২০২১

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.১৯.০৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৭৪০৩), চার্জ অফিসার, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর হিসাবে কর্মকালে ব্যক্তিগত ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এর পুত্র দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে কর্মরত গাড়িচালক জনাব মোঃ নুর ইসলাম কে চাকুরিচ্যুত করা, নিজে উপস্থিত থেকে কানুনগো ও নৈশপ্রহরীর সাহায্যে গাড়িচালক জনাব মোঃ নুর ইসলাম এর বাসার তালা ভেঙে মালামাল বাইরে রেখে দেওয়াসহ বাস্তুচ্যুত করার কঠোর সিদ্ধান্ত নিজেই নেওয়া, এ ঘটনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এবং মৃত্যুবরণ করার বিষয়টি জেলা প্রশাসক, দিনাজপুরকে সময়মত না জানানোর কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া, পরবর্তীকালে এ সংক্রান্ত সংবাদ "দৈনিক প্রথম আলো" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া এবং উক্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে কর্মকর্তাসুলভ আচরণ ও মানবিকতাবোধের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হওয়া সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর ও জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর-এর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়; এবং

২। যেহেতু, উক্ত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ০৯-১২-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.১৯-৬৪১ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ০৬-০১-২০২০ তারিখে লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬-০২-২০২০ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৩। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব খালিদ মেহেদী হাসান (পরিচিতি নম্বর ১৫৭৫৬), উপসচিব (সিপি-১ শাখা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক ২৩-১১-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন "জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৭৪০৩), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর বর্তমানে চার্জ অফিসার, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এই বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি।"

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৭৪০৩) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ পৌষ ১৪২৭/২৯ ডিসেম্বর ২০২০

নং **০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০১৩.২০১৯-২৩০**—জনাব ইফতেখারুল ইসলাম খান (পরিচিতি নং-৪০১৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২১-১০-২০০৩ হতে ০৪-০৪-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোরে কর্মকালে তার বিরুদ্ধে নাটোর সদর উপজেলাধীন ১ নম্বর খাস খতিয়ানভুক্ত ৬০০৪, ৬৯৪৩ ও ৮৫১৭ নং দাগে অবস্থিত ২৭.১৬৯৬ একর আয়তন বিশিষ্ট অর্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানী দীঘিটি (জয়কালি দীঘি) বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষের জন্য নাটোর আধুনিক মৎস্য চাষ প্রকল্প লিঃ-এর অনুকূলে বন্দোবস্তের নথিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রকল্প বিবরণী, রেজিস্টার, কো-অপারেটিভ/জয়েন্ট স্টক কোম্পানি কর্তৃক নিবন্ধনের সনদ না নিয়ে, বন্দোবস্ত চুক্তিপত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমেট অনুসরণ না করে বন্দোবস্ত মূল্য যথাযথভাবে নির্ধারণ না করে, অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫ সুষ্ঠু ও দ্রুত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৯-১৯৯৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন নম্বর ভূ:ম:/শা-৮/খাজব/৪৬/৬৮৬-এ প্রদত্ত নির্দেশনা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল-এর পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও বন্দোবস্ত প্রদানে বেআইনীভাবে সহযোগিতা করায় সরকারের ১,২৬,০৯,৫১২/- (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ নয় হাজার পাঁচশত বার) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধনের অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি ২৪-১০-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ০৪-১২-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত তার বক্তব্য ও লিখিত জবাব বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের জন্য মামলা চলার মত পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার (পরিচিতি নম্বর ৪৮২৩), অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা ০১-১২-২০২০ তারিখে জনাব ইফতেখারুল ইসলাম খান এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, জনাব ইফতেখারুল ইসলাম খান এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার চাকরি জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক প্রশাসনের বিষয়াদি বিবেচনায় তাকে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' করার লঘুদণ্ড আরোপের নিমিত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত প্রদান করেন;

সেহেতু, জনাব ইফতেখারুল ইসলাম খান (পরিচিতি নং-৪০১৯), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নাটোর বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক প্রশাসনিক বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাকে লঘুদণ্ড হিসেবে এক বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে' অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর দ্বিতীয় গ্রেড (৬৬০০০-৭৬৪৯০ টাকা) এর ৭৬৪৯০ টাকার ধাপ হতে ৬৬০০০ টাকার ধাপে অবনমিত করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে এর কোন সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ পৌষ ১৪২৭/৩১ ডিসেম্বর ২০২০

নং **০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০০১.১৫-১১৭০**—যেহেতু, জনাব আরেফিন আখতার নূর (পরিচিতি নম্বর ১৬৭৬৭), প্রাক্তন ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার (বর্তমানে সহকারী পরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা) কক্সবাজার জেলায় কর্মকালীন এল.এ শাখার দায়িত্ব পালনকালে এল.এ. মামলা নম্বর ০২/২০১৩-১৪ এ মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি ও ধলঘাটা মৌজার অধিগ্রহণকৃত জমির (অবকাঠামো/ফসল/চিংড়ির) ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদে কোন দাগ খতিয়ান উল্লেখ করেননি; তিনি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ৬ ধারার নোটিশ জারির পর যৌথ তদন্ত করে অধিগ্রহণকৃত জমির অবকাঠামো ও তদস্থিত ফসলের ফিল্ডবুক প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি; এবং

২। যেহেতু, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশখালী কর্তৃক ০৮-০৬-২০১৪ তারিখের স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনে ৫টি চিংড়ি ঘেরে ১৩৬৫ একর জমি চিংড়ি চাষের জমি হিসেবে উল্লেখ করা হলেও, কোন দাগ খতিয়ান প্রতিবেদনে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও এবং এ সংক্রান্ত আইন/বিধি অনুযায়ী ফসলের মূল্য বাজার অনুসন্ধান কর্মকর্তার নিকট থেকে সংগ্রহ করার বিধান থাকলেও, রোয়েদাদ প্রস্তুতের সময় জনাব আরেফিন আখতার নূর শুধু মৎস্য কর্মকর্তার প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত একর প্রতি চিংড়ি উৎপাদন ২৮৮.৬৬ কেজি এবং প্রতি কেজির মুল্য ৮০০ টাকা দরে রোয়েদাদ প্রস্তুত করেন; এবং

৩। যেহেতু, জনাব আরেফিন আখতার নূর অধিগ্রহণকৃত মোট ১৪১৪.৬৫ একর জমির (সরকারি ৩৮৬.১০ একর এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন ১০২৮.৫৫ একর) ব্যক্তি মালিকানাধীন ১০২৮.৫৫ একর এর স্থলে ১৩৩৫.০০ একর জমি দেখিয়ে অর্থাৎ অতিরিক্ত সরকারি ৩০৬.৪৫ একর জমি অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন দেখিয়ে ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ প্রস্তুত করেছেন; তিনি অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকের নামে ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন প্রস্তুত না করে চিংড়ি ঘেরের কথিত ইজারাদারদের নামে প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন; এবং

৪। যেহেতু, জনাব আরেফিন আখতার নূর কক্সবাজার জেলায় এল.এ. মামলা নম্বর ০২/২০১৩-১৪ তে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি, ১৯৯৭ এর ৪৪নং নির্দেশনানুযায়ী ৬ ধারার নোটিশ জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে অধ্যাদেশের ৮ ও ৯ ধারা এবং ৮ বিধি অনুসারে ফিল্ড বুকের ভিত্তিতে অধিগ্রহণাধীন সম্পত্তি ও তদস্থিত ঘরবাড়ি, গাছপালা ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন ও রোয়েদাদ প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করার বিধান লঙ্ঘন করে কোন যৌথ তদন্ত বা ফিল্ড বুক প্রস্তুত করা ব্যতিরেকে মৎস্য কর্মকর্তার একক পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ায় প্রায় ৩(তিন) মাস পরে প্রাক্কলন ও রোয়েদাদ প্রস্তুত করেন এবং তিনি উক্ত এল.এ. মামলায় চিংড়ির ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাক্কলিত ৩০,৮২,৮৮,৮৮০/- (ত্রিশ কোটি বিরাশি লক্ষ আটাশি হাজার আটশত আশি) টাকার মধ্যে ২৫টি এল.এ. চেকের মাধ্যমে চিংড়ি ঘেরের কথিত ইজারাদারদের মধ্যে বেআইনী ও অবৈধভাবে ২৩,০০,৯২,৪৬৫.৯৭/- (তেইশ কোটি বিরানব্বই হাজার চারশত পয়ষট্টি টাকা সাতানব্বই পয়সা) টাকা বিতরণক্রমে সরকারের ক্ষতিসাধন করেন; এ সকল অভিযোগে জনাব আরেফিন আখতার নূর-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩ বিধির (খ) এবং (ঘ) উপবিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতি (Corruption)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়ন করে তার নিকট প্রেরণ করা হলে তিনি অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন এবং তার আবেদন অনুযায়ী বিগত ২৯ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ৬৭২০), উপসচিব, বিধি-৪ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আরেফিন আখতার নূর এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুযায়ী তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য যে কোন যথোপযুক্ত গুরুদণ্ড আরোপের জন্য ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয় এবং তিনি কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

৬। যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, ১ম ও ২য় কারণ দর্শানোর জবাব তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, কক্সবাজার জেলায় অভিযুক্তকে যখন ভূমি হুকম দখল কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয় সে সময় তার চাকরির বয়স মাত্র ০২ বছর অর্থাৎ তখন অভিযুক্ত একজন নবীন শিক্ষানবীশ কর্মকর্তা ছিলেন; ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তেমন প্রশিক্ষণ ছিল না; তার চেয়ে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এ জেলায় থাকা সত্ত্বেও তাকে ভূমি হুকম দখল কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান সঠিক হয়নি; তার যেহেতু ভূমি অধিগ্রহণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং তিনি যোগদানের পূর্বেই যৌথ তদন্ত, ফিল্ড বই ও তার ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে; প্রাক্কলনে জেলা প্রশাসক হতে শুরু করে সার্ভেয়ার পর্যন্ত সকলে সঠিকভাবে তৈরি হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন দিয়েছেন; অভিযুক্ত সেটির ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ বহিতে স্বাক্ষর করছেন এবং এর ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ গ্রহীতাদের চেক প্রদান করছেন; তদন্ত প্রতিবেদনে যে বিষয়টি উঠে এসেছে সেটি হলো, অভিযুক্ত রোয়েদাদ বহিতে স্বাক্ষর ও চেক প্রদানের সময়ে ভূমি মালিকদের মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই করেননি; যদি যাচাই করতেন তবে দেখতে পেতেন যে, সেখানে মালিকদের নাম নেই; আছে ইজারাদার বা বর্গাদারদের নাম; এটি একটি বড় ধরনের দায়িত্বহীনতা; একজন কর্মকর্তা ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পূর্বে কাজ না করলে পর্চাই চেনার কথা নয়; রোয়েদাদ বই কি করে চিনবেন; আবার রোয়েদাদ স্বাক্ষর করার আগে এ বিষয়টি তার নিকট উম্মোচিত হয়নি; তাছাড়া অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব জাফর আলম অপ্রত্যাশিতভাবে অভিযুক্তের চেম্বারে যেয়ে তাকে ভুল বুঝিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেন; একজন জুনিয়র কর্মকর্তার অফিস কক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পর্যায়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে সবকিছু ঠিক আছে বলে স্বাক্ষরের জন্য অনুরেরাধ করলে সেটি অস্বীকার করার মতো ব্যক্তিত্ব কয়জন কর্মকর্তার থাকে; তার উপর অভিযুক্ত একজন নবীন কর্মকর্তা এবং এ মামলায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ; জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের ১৮-১২-২০১৪ খ্রি. তারিখের ০৫.২০.২২০০.১০৮.০৩.০১০.২০১৪-৬২২ সংখ্যক স্মারকে অভিযুক্ত জনাব আরেফিন আখতার নূর-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের অনুরোধ করা হলে অভিযোগটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিস্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ১৯-০১-২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১১. ২৭.০৩৭.১৪-৩৬ সংখ্যক স্মারকে বিভাগীয় মামলা দায়েরের অনুরোধ করা হয়; অভিযুক্ত একজন শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা এবং তার চাকরি স্থায়ী না হওয়ায় 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর ৬(২) বিধি অনুযায়ী 'নিয়োগের অবসান (Termination of Service)' এর জন্য কারণ দর্শাতে বলা হয়; কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রাপ্তির পর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করতঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আইন কোষের যুগ্মসচিব জনাব আ ন ম কুদরত-ই-খুদা (৪৯৩০) কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে বিগত ২২-০২-২০১৬ খ্রি. তারিখে তার প্রতিবেদনে বলেন যে, চিংড়ি চাষীদের অনুকূলে যথাযথ কাগজপত্রের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হয়নি; অভিযোগ প্রমাণিত বলে তিনি মন্তব্য করেন; উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্তের চাকরি অবসানের লক্ষ্যে নিয়োগকারী হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট সারসংক্ষেপ তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হলে তিনি ফাইলনোটে ৩১-০৭-২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্তব্য করেন যে, 'সার্বিক বিষয়াবলি পর্যালোচনা করে জনাব আরোফিন আখতার নূর একজন শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা বিবেচনায় তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানই যুক্তিযুক্ত হতে পারে। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য জনাব আরেফিন আখতার নূর-কে পরামর্শ দেয়া যায়'; মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মাননীয় মন্ত্রী অনুমোদন করেন; মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পুনরায় সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও মাননীয় মন্ত্রী সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেননি; কিছুদিন পরে একই বিষয়ে আবার নথি উপস্থাপন করে 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর ৬(২) বিধি অনুযায়ী 'নিয়োগের অবসান (Termination of Service)' কার্যক্রম নথিভুক্ত করে বিভাগীয় মামলা দায়েরের জন্য নথি উপস্থাপন করা হলে, ২৬-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অভিযুক্তকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় সার-সংক্ষেপ মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ না করার নির্দেশনা দেন; মাননীয়

মন্ত্রী তাতে সম্মতি দেন; অভিযুক্তকে মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য পুনরায় নথি উপস্থাপিত হলে তৎকালীন সিনিয়র সচিব বিগত ২৫-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখে বিভাগীয় মামলা দায়ের যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেন; নতুনভাবে বিভাগীয় মামলা গ্রহণের জন্য নথি উপস্থাপিত হলে বিগত ০২-০৭-২০১৮ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইতঃপূর্বে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত দুর্নীতি দমন কমিশনে জানিয়ে দিতে বলেন; মাননীয় মন্ত্রী সেটি অনুমোদন করেন; অব্যাহতির প্রজ্ঞাপন স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপিত হলে অজ্ঞাত কারণে তা স্বাক্ষর হয়নি; পুনরায় নথিটি উপস্থাপন করা হলে সিনিয়র সচিব ইতঃপূর্বের অব্যাহতির বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য বললে তা বাস্তবায়িত হয়নি; পরবর্তীকালে দুর্নীতি দমন কমিশনের মতামত অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এই বিভাগীয় মামলাটি চালু হয়; আরো একটি বিষয় এ মামলায় গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো মূল অভিযুক্ত জনাব জাফর আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে বিভাগীয় মামলায় ৩ বছরের জন্য পদ অবনমনের সিদ্ধান্ত হয়েছে; উপরের বিষয়গুলি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের প্রতি নিম্নলিখিত কারণে গুরুদণ্ড আরোপের পরিবর্তে লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়;

(১) অভিযুক্ত এওয়ার্ড বহিতে স্বাক্ষরের সময় একজন শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা ছিলেন; ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তার কোন প্রশিক্ষণ ছিল না; এ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা পদে দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন হয়নি;

(২) জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও একজন নবীন শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাকে ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রতীয়মান;

(৩) যৌথ তদন্ত, প্রাক্কলন তৈরি ইত্যাদি কাজের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন না; পূর্বের ধারাবাহিকতায় শুধু এওয়ার্ড বহিতে স্বাক্ষর করেছেন এবং তার ভিত্তিতে মালিকের পরিবর্তে কিছু বর্গাচাষীকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন;

(৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাকে এওয়ার্ড বহিতে স্বাক্ষরের জন্য প্রভাবিত করেছেন;

(৫) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব জাফর আলম মূল অভিযুক্ত। কিন্তু তার শাস্তি ৩ বছরের জন্য শুধু পদ 'অবনমন' হয়েছে;

(৬) ইতঃপূর্বে এ একই বিষয়ে 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধমালা, ১৯৮১ এর ৬(২) বিধিমালা অনুযায়ী 'নিয়োগের অবসান (Termination of Service)' মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও মাননীয় মন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছিলেন;

(৭) ঘটনা ২০১৪ সালের, কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতার কারণে মামলাটি দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে;

(৮) তদন্তকারী কর্মকর্তা রাষ্ট্রপক্ষের কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি বরং তিনি মামলা পরিচালনাকারীর সাক্ষীর ভিত্তিতে মামলা প্রমাণিত হয়েছে বলে বলেছেন যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী; এবং

যেহেতু, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে প্রতিবেদন দিয়েছেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত জনাব আরেফিন আক্তার নূরকে উপর্যুক্ত যুক্তির নিরিখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' শাস্তি প্রদান করে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের অনুশাসন প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০৫ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-১১৩/৭৯-০১**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ জামাল উদ্দিন, পিতা-মোঃ আক্তার আলী, মাতা-মোছাঃ জহুরা খাতুন, গ্রাম-রান্দিয়া, ডাকঘর-ধীতপুর বাজার, উপজেলা-ভালুকা, জেলা-ময়মনসিংহ।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার ০৪ নং ধীতপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ পৌষ ১৪২৭/১২ জানুয়ারি ২০২১

নং **৩০.০০.০০০০.০১৫.১১.০০২.২১.২৩/১৯**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: মোকাম্মেল হোসেন (পরিচিতি নং-৫৫৫৪)-কে হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) এর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৮২ আর্টিকেল অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক নিয়োগ করত: হিল-এর চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হইল।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শামীমা নাসরীন
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে জারীকৃত স্মারকের স্থলাভিষিক্ত হবে]

রেলপথ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/৩১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৪.০০.০০০০.০১৩.০১৪.০৩০.২০২০-৩৬৫**—'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ' শীর্ষক প্রকল্পের Resettlement Plan অনুযায়ী ১ম পর্যায়ের জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১৩-০৪-২০১৭ তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০০৬.০১৪.০৫.২০১৭-৫১ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত কমিটি আংশিক সংশোধন করে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

ক) যৌথ তদন্ত কমিটি (Joint Verification Committee JVC) :

১।	উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক/সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), বাংলাদেশ রেলওয়ে	-	আহ্বায়ক
২।	কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	এলাকা ব্যবস্থাপক-বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি :

১। পুনর্বাসন কর্মসূচী প্রণয়নকালে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিয়োজিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়তায় আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ এবং অধিগ্রহণ আইনের আওতায় যৌথ জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ যাচাইপূর্বক হালনাগাদ বাজেট প্রণয়ন সহকারে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রে স্বাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট পেশকরণ;

২। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের নিজস্ব বা সরকারি (খাস) জমিতে বসবাসকারী উত্থলীদের (squatters) শনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, বাজেট প্রণয়নসহ সকল কাগজপত্র প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট পেশকরণ;

৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের জমি ইজারা গ্রহণকারীদের শনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং বাজেট প্রণয়ণসহ কাগজপত্র প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট পেশকরণ;

৪। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের উপরোক্ত কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত সকল কাজ সম্পাদন করা এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ও প্রতিবেদন যথা নিয়মে প্রকল্প পরিচালক এর নিকট দাখিলকরণ।

খ) **সম্পদ মূল্য সুপারিশ কমিটি (Property Valuation Advisory Committee-PVAC) :**

১।	প্রধান পুনর্বাসন কর্মকর্তা	-	আহ্বায়ক
২।	সিটি কর্পোরেশন মেয়র/উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
৪।	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/পিডব্লিউডি (সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৫।	কন্সট্রাকশন সুপারিভশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	উপ-পরিচালক (রিসেটেলমেন্ট)	-	সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি :

১। সম্পদের মূল্য বর্তমান বাজার দরে (Replacement Cost) নির্ধারণ;

২। সম্পদের বাজার মূল্য (Replacement Cost) অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট উপস্থাপন; এবং

৩। পিভিএসি মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান করে সম্পদের বাজার মূল্য (Replacement Cost) নির্ধারণ করে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন।

গ) **অভিযোগ নিরসন কমিটি (Grievances Redress Committee-GRC) :**

ইউনিয়ন পরিষদ/মিউনিসিপ্যাল/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে জিআরসি সদস্য :

১।	উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক/সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), বাংলাদেশ রেলওয়ে	-	আহ্বায়ক
২।	কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি :

১। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) প্রাপ্ত সামাজিক ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ পুনর্মূল্যায়ন ও বিবেচনা করে সমাধান করবে;

২। অভিযোগ নিরসন কমিটিতে উপস্থাপিত যে কোন অভিযোগ সাধারণভাবে প্রথম শুনানীর দিনে নিরসন করতে হবে। জটিল প্রকৃতির অভিযোগসমূহ যেখানে অতিরিক্ত অনুসন্ধান প্রয়োজন তা ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে সমাধান করতে হবে;

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমন ব্যক্তি এবং প্রকল্প কাজের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিযোগও GRC নিরসন করবে;

৪। GRC ভূমির এওয়ার্ডিদের ও তাদের শরীকদের অংশীদারিত্বের ক্ষতিপূরণ বা প্রাপ্যতার বিষয় বিবেচনা করবে কিন্তু এওয়ার্ডিদের বিধিগত অধিকারের বিষয় পুনর্বিবেচনা করবে না;

৫। সাধারণভাবে জিআরসি এর সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হবে, বিশেষ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জিআরসি কর্তৃক যে কোন সিদ্ধান্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং প্রাপ্যতা (Entitlement) এর আওতায় গ্রহণ করতে হবে;

৬। আদালতের বিবেচনাধীন কোন বিষয়ে GRC কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না; এবং

৭। ন্যূনতম ৩ (তিন) জন্য সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম (Quorum) সম্পন্ন হবে।

ঘ) **প্রজেক্ট পর্যায়ে জিআরসি সদস্য :**

১।	প্রকল্প পরিচালকের মনোনীত প্রতিনিধি, পুনর্বাসন ইউনিট	-	আহ্বায়ক
২।	কন্সট্রাকশন সুপারিভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	সিটি কর্পোরেশন মেয়র/উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	সিভিল সোসাইটির মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	টিম লীডার, বাস্তবায়নকারী NGO	-	সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি :

১। স্থানীয় পর্যায়ের অভিযোগ নিরসন কমিটি হতে প্রাপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অমিমাংসীত অভিযোগসমূহ রিভিউ, বিবেচনা এবং মীমাংসা করবে;

২। প্রকল্প পর্যায়ের GRC এর নিকট উপস্থাপিত যে কোন অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ হতে সাধারণভাবে ২ (দুই) মাসের মধ্যে সমাধান করতে হবে;

৩। জটিল কেসের ক্ষেত্রে, GRC এর সদস্যগণ অতিরিক্ত তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন বা মাঠ পর্যায়ে তদন্ত পরিচালনা করবেন;

৪। সাধারণভাবে GRC এর সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

৫। GRC কর্তৃক যে কোন সিদ্ধান্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং প্রাপ্যতা (Entitlement) এর আওতায় গ্রহণ করতে হবে;

৬। আদালতের বিবেচনাধীন কোন বিষয়ে GRC কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না; এবং

৭। ন্যূনতম পাঁচজন (৫) সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম (Quorum) সম্পন্ন হবে।

ঙ) **পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি (Resettlement Advisory Committee-RAC) :**

১।	বাংলাদেশ রেলওয়ের পুনর্বাসন ইউনিটের প্রতিনিধি (পুনর্বাসন কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক-ফিল্ড)	-	আহ্বায়ক
২।	ইউনিয়ন পরিষদ/মিউনিসিপ্যাল এর পদায়িত মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	স্থানীয় মসজিদ ইমাম পদায়িত মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	স্থানীয় কমিউনিটির পদায়িত স্কুল/কলেজ এর শিক্ষক	-	সদস্য
৫।	স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	এলাকা ব্যবস্থাপক-পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি :

১। ভূমি অধিগ্রহণ, রি-লোকেশন ও পুনর্বাসন বাস্তবায়নের জন্য জটিল সমস্যাদি নির্ণয়;

২। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ গ্রুপ চিহ্নিত করে তাদের স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব নিরসন;

৩। সমস্যা সৃষ্টিকারী দলের সাথে আলোচনা ও তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য পুনর্বাসন ইউনিটকে উপদেশ প্রদান;

৪। আরএসি'র কার্যাবলীর ডকুমেন্ট সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস চেয়ারম্যান অফিস ও বাস্তবায়নকারী (NGO) দপ্তরে সংরক্ষণ; এবং

৫। প্রকল্প পরিচালক এর অবগরিত জন্য আরএএসি এ কার্যাবলীর রিপোর্ট প্রস্তুত করা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলী কবীর
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ২১ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৫ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.১৫৭.১০(অংশ-২).০৫**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules. 1955)এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে, এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	ধর্ম্মদাসপুর	৮৫	৫৪১	পীরগঞ্জ	রংপুর
২	দ্বারিকামারী	৯৬	২৮০	পীরগঞ্জ	রংপুর
৩	পালানু সাহাপুর	১৯১	৩৭১	পীরগঞ্জ	রংপুর
৪	কাজীরপাড়া	২০৬	১৯৬	পীরগঞ্জ	রংপুর
৫	সদরা কুতুবপুর	২২৬	৪৫৫	পীরগঞ্জ	রংপুর
৬	উজিরপুর	২৩৭	৫০৯	পীরগঞ্জ	রংপুর
৭	সাতগড়া	২৪৯	২৮৮	পীরগঞ্জ	রংপুর
৮	চকভেকা	২৮৪	২৫৭	পীরগঞ্জ	রংপুর
৯	সেরপুর	২৯৬	৫৩২	পীরগঞ্জ	রংপুর
১০	বিষ্ণুপুর	৩০১	৩৩৭	পীরগঞ্জ	রংপুর
১১	নিজ কাবিলপুর	৩০৬	৪৩৪	পীরগঞ্জ	রংপুর
১২	তিলকপাড়া	২৬	১০৮০	মিঠাপুকুর	রংপুর
১৩	তরফ গঙ্গারাম	৪৭	২৮৪	মিঠাপুকুর	রংপুর
১৪	চান্দনী চান্দপুর	৯৫	১৮৯	মিঠাপুকুর	রংপুর
১৫	তুলশীপুর	১০০	৪৩৫	মিঠাপুকুর	রংপুর
১৬	নয়ানি ফরিদপুর	১০৩	১৯৫	মিঠাপুকুর	রংপুর
১৭	বালুচর কাশীনাথপুর	১১৮	২০৪	মিঠাপুকুর	রংপুর
১৮	কৃষ্ণপুর	১২২	৩৭৭	মিঠাপুকুর	রংপুর
১৯	খোর্দ্দ শান্তিপুর	১২৬	২৪৯	মিঠাপুকুর	রংপুর
২০	পায়রাবন্ধ হরিহরপুর	১২৭	২৫৮	মিঠাপুকুর	রংপুর
২১	সদরপুর	১৮৬	২৯৮	মিঠাপুকুর	রংপুর
২২	সখিপুর	২৭২	২০০	মিঠাপুকুর	রংপুর
২৩	পোয়াতা	৩০০	১৬১	মিঠাপুকুর	রংপুর
২৪	হাড়োয়া	৪৩	২৭৬০	নিলফামারী সদর	নিলফামারী
২৫	রহমতপুর	৭৫	৮৮৮	কুড়িগ্রাম সদর	কুড়িগ্রাম
২৬	শুখদেব	৩৭	৭৭৬	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
২৭	বাজেমুজরাই উপঞ্চকি	৯৮	৫১০	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
২৮	খোচাবাড়ী	১৯	২২২	ভূরুঙ্গামারী	কুড়িগ্রাম
২৯	হোকাডাঙ্গা	৩০	২০৬৮	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
৩০	টিটমা	৪২	৪৫৯	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
৩১	কুপতলা	৪	৫০০৮	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৩২	বানিয়ারজান	৮৪	৭৭০	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৩৩	দরিয়াপুর	১০৪	১২০৪	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৩৪	বারবলদিয়া	১০৭	২৮৩১	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৩৫	রায়দাসবাড়ী	১১৫	১৭৬	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৩৬	আনালের ছড়া	১১৬	১৪৮	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৩৭	গোঘাঠ	১২১	৫৫১	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৩৮	গোপালপুর	১৩২	২২	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৩৯	কাচিচর	১৩৩	১৮১	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৪০	মাইজবাড়ী	১৩৫	২২৩	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা

তারিখ : ২২ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৬ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০০৬.১৭.০৬**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules. 1955)এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	গোপিকান্তপুর	৮১	১৮১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
২	খামার ভোপলা	৯২	২৩১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
৩	আরাজী রায়ভাগ	১০	২৮১	হাকিমপুর	দিনাজপুর
৪	পলশা	৪৭	১৬৫	হাকিমপুর	দিনাজপুর
৫	নিখিরা	৬৭	২৭১	হাকিমপুর	দিনাজপুর
৬	মোকামদহ	৪৪	১৪৭	হাকিমপুর	দিনাজপুর
৭	গুমড়া	৪৫	১২৫	হাকিমপুর	দিনাজপুর
৮	ঝাপড়	৫৭	২০১	হাকিমপুর	দিনাজপুর
৯	শির্না	৭৬	২৮১	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
১০	মহিষ বাথান	০৬	২০৯	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
১১	বাঘাডুবি ভবানীপুর	২৯	২৬৭	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
১২	সৈয়দপুর	২২	৪৬৬	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
১৩	রাঘবপুর	১৪৮	০৩	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
১৪	বড় রামচন্দ্রপুর	৬৯	৩০৬	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
১৫	নিজ চতুর	১১	১৯৮	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
১৬	চক কৃষ্ণপুর	২৮	১৯৬	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
১৭	চক জয়দেবপুর	১০	২৯৬	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
১৮	পালিকাপুর	৭১	২১৪	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
১৯	গণপৈত	০৬	২৭১	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
২০	গোবিন্দপাড়া	০৮	৩৮৯	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
২১	মদনসাঁকো	১৪	৩৬৩	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
২২	ডালাগ্রাম	৩৩	৮১	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
২৩	চকউজিরা	১০৪	১৩১	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
২৪	সিমইলবাড়ী	১০৭	৮৯	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
২৫	কুতলপুর	১৩৩	১৮৪	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
২৬	কাটানহারী	১৯	১৪৯	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২৭	দেবীদাসী দন্ডপাল	৬২	২০৭	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২৮	উপঞ্চৌকী ভাজনী	০৫	২৫৬	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২৯	মোসলেম পাইকান	৬৮	১১০	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়

নং **৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০৪০.১২(অংশ-১).০৭**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules. 1955)এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	বয়ারসিঙ্গা	১০৫	২৪২৩	ডুমুরিয়া	খুলনা	
২	খোরের আবাদ	১০৮	৩১৪	ডুমুরিয়া	খুলনা	
৩	খুটাখালী	১৬৬	৫২	ডুমুরিয়া	খুলনা	
৪	ফুলবাড়ীয়া	১৪৫	২০৩	পাইকগাছা	খুলনা	
৫	বয়ারঝাপা	১৫৬	৪৫৭	পাইকগাছা	খুলনা	
৬	পানখালী	৪	৪০৫০	দাকোপ	খুলনা	
৭	লক্ষ্মীখোলা	২	১১৩১	দাকোপ	খুলনা	
৮	তিলডাঙ্গা	৭	৫৭৫	দাকোপ	খুলনা	
৯	নাসুখালী	২৩	৬৯	মোল্লাহাট	বাগেরহাট	
১০	চক্ খারইখালি	৮	২১৮৬	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট	

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১১	কিস্মত জামুয়া	৮৪	৪২৯	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট	
১২	খালকুলিয়া	৩০	৪৯৪	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট	
১৩	উত্তর ফুলহাতা	১০১	১৭৭৯	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট	
১৪	গজালিয়া	১২	১২৮৩	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট	
১৫	ব্রহ্মশাসন	১৯	৩৩১	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা	
১৬	ডুমুরিয়া	১২৬	১০৫৮	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা	
১৭	কালিকাপুর (বড়)	২৪৩	২৭০৬	কালিগঞ্জ	সাতক্ষীরা	
১৮	নিজদেবপুর	১৬১	৯২৪	কালিগঞ্জ	সাতক্ষীরা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫৬৮/ ১৪ ও ২৫৬৯/১৪ নং রীট মামলা দায়ের থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ৪০৯ ও ৫৪৬নং খাতিয়ান ব্যতিত।

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৬.১৬(অংশ-১).১০**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules. 1955) এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেলএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	খাসগাজীপুর	৪২	৩২৯	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
২	উত্তর মাথাভাঙ্গা	৭২	৫৮৩	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
৩	কুচাইপট্টি	৮২	৪৭০	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর

তারিখ : ০৫ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৯ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭১.১৯.১০৩**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules. 1955)এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	মশাখলা	৫৮	৩৭০	বালাগঞ্জ	সিলেট	
২	ধিরারাই বড়	৯০	১২৫৯	বালাগঞ্জ	সিলেট	
৩	কাউয়ারাই	৯৬	২৮০	বালাগঞ্জ	সিলেট	
৪	দিগর বেড়কুড়ি	১৩৬	৭৬৯	বালাগঞ্জ	সিলেট	মহামান্য হাইকোর্ট এর ৭৪৪৪/ ১৬নং রিট মামলা থাকায় ১/৫/ ৬নং খতিয়ান ব্যতীত।
৫	রাঙ্গাপুর	১৬৩	২৬৯	বালাগঞ্জ	সিলেট	
৬	বড়বন্দ ৪র্থ খণ্ড	৬	৯৮১	কানাইরঘাট	সিলেট	
৭	মহেশপুরের খলা	২৮	৫৪০	কানাইরঘাট	সিলেট	
৮	পত্র নবিশেরমাটী	১৬৯	৩৩	কানাইরঘাট	সিলেট	
৯	বগাইয়া	৮	৩৪৭	গোয়াইনঘাট	সিলেট	মহামান্য হাইকোর্ট এর ১০৯২৩/ ১৬, ১০৯২৪/১৬নং রিট মামলা থাকায় ১৩৩ ও ২১৬নং খতিয়ান ব্যতীত।
১০	গোয়াইন	১২১	৬২৩	গোয়াইনঘাট	সিলেট	
১১	খাগড়া হাওর ২য় খণ্ড	২৬২	২০৪	গোয়াইনঘাট	সিলেট	মহামান্য হাইকোর্ট এর ১৭/১৪নং রিট মামলা থাকায় ১০, ৬৯, ১০০, ১০১, ১১৫, ১২৮ ও ১৩৩নং খতিয়ান ব্যতীত।
১২	পারকুল উত্তর	৫৭	১৩৫৭	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট	
১৩	পুর্ণা ছগাম	৬৯	৯৯৭	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট	
১৪	জৈন্তাপুর নিজপাট	১৮	৮০০	জৈন্তাপুর	সিলেট	মহামান্য হাইকোর্ট এর ৯৩৩৭/ ১০নং রিট মামলা থাকায় ১৪৪নং খতিয়ান ব্যতীত।
১৫	নুরনগর	১	৪৮০	জকিগঞ্জ	সিলেট	
১৬	পুরুষপাল	২০	৩০৪	জকিগঞ্জ	সিলেট	
১৭	বিপক	৩০	১৪৭২	জকিগঞ্জ	সিলেট	
১৮	গদাধর	৩৬	৪৫২	জকিগঞ্জ	সিলেট	
১৯	কেশরকাপন	৩৭	২৮৭	জকিগঞ্জ	সিলেট	
২০	জারইলতলা	৪৩	২৬৬	জকিগঞ্জ	সিলেট	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১	মজ্জালসার	৫৬	১৮৬	জকিগঞ্জ	সিলেট	
২২	এওলাসার	৬৬	১২১৩	জকিগঞ্জ	সিলেট	
২৩	খলাদাপনিয়া	৮৭	১৩০৫	জকিগঞ্জ	সিলেট	
২৪	দরিয়াপুর	১০৭	১২১১	জকিগঞ্জ	সিলেট	
২৫	গয়াসপুর উত্তর	১১	৬১৭	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
২৬	ছত্তিশ	১৩	৫৫৮	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
২৭	মাইজভাগ	৩৭	১৭৪৫	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
২৮	জগঝাপ	৪৮	৪২৩	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
২৯	খুমিয়া	৭৭	১১৩১	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
৩০	মাসউরা	৮৩	১০০৪	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
৩১	ছিলিমপুর	৮৪	৮২১	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
৩২	কেওটকোনা	৮৬	৩৭১	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
৩৩	বাদেপাশা	৯১	৬২৬	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
৩৪	ইসলামপুর	২	১০১৭	সিলেট সদর	সিলেট	
৩৫	সৈয়দপুর	১৮	৪১৬	সিলেট সদর	সিলেট	
৩৬	ঘুপাল দক্ষিণ	৩০	২৬৬	সিলেট সদর	সিলেট	
৩৭	মেদিনী মহল	৩৪	১২৯৫	সিলেট সদর	সিলেট	
৩৮	কেওয়াছড়া টি গার্ডেন	৪৬	৬৪৯	সিলেট সদর	সিলেট	
৩৯	পীরেরগাঁও	৫১	৮২৫	সিলেট সদর	সিলেট	
৪০	আলমপুর	১২	২০৯	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	
৪১	পালপুর পূর্ব্ব	১৫	২৭০	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	
৪২	রুগনপুর	১৬	৪৭১	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	
৪৩	পশ্চিমভাগ	১৮	১১৮০	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	
৪৪	লতিবপুর	৩১	৩৩০	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	
৪৫	লক্ষ্মীপুর	৩৩	৮৫১	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	
৪৬	তুরুকখলা	৮৪	১১১২	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	
৪৭	ব্রাহ্মণগাঁও	১	৮১৫	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার	মহামান্য হাইকোর্ট এর ৬১৯৯/১৫ ও ৩১৮০/১৬নং রিট মামলা থাকায় ২১৫ ও ৮২৭নং খতিয়ান ব্যতীত।
৪৮	বাসুধেবশ্রী	৪১	৭৯১	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার	
৪৯	হুসেনপুর	১৫৪	৪৯৭	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার	
৫০	বড়খোলা ১ম খণ্ড	১০৬	৩১১	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	
৫১	গোবিন্দপুর	৭০	৯০৬	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার	
৫২	দুঘর	৯২	২৫২০	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার	
৫৩	আহাম্মদপুর	৪৯	৪১৯	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ	
৫৪	দয়াদুপনি	১৬	৬৩৯	দিরাই	সুনামগঞ্জ	
৫৫	দোয়াজ	৯৫	৭৩৩	দিরাই	সুনামগঞ্জ	
৫৬	মাটিয়ানী হাওর	৪৫	২৩৪০	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ	
৫৭	জামালগড়	১১৪	১২৬৮	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ	
৫৮	তাহেরপুর	১১৫	১৬৪২	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ	
৫৯	জারারকোনা	৭	৫১৩	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
৬০	বেহেলী	২২	৪৫২	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
৬১	পাথারিয়াকান্দা	৭৫	১৪১	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
৬২	প্রতাপপুর	৮১	৭৯	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
৬৩	রছুলপুর	১০২	১৭৮	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ	
৬৪	শ্রীরামপুর	৪৮	১০১০	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ	
৬৫	ঘোষগাঁও	১৬৯	৭৬৬	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ	
৬৬	চিলাউরা	১৯১	১৪২৮	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ	
৬৭	কামরাখাই	২১৫	৭১৭	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ	
৬৮	পাইল গাঁও	২১৮	১২৬৯	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ	
৬৯	দাসরাই	২৬১	২৮৭	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ	মহামান্য হাইকোর্ট এর ৫৮৯৮/১২নং রিট মামলা থাকায় ১৬৪ ও ২৮৪নং খতিয়ান ব্যতীত।
৭০	দিগলবাক দক্ষিণ	২৬২	১০৮১	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ	
৭১	দাদারগাও	৩৩	২৬৭	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ	
৭২	রসুলপুর	৮২	৪৭০	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ	
৭৩	কাটোলিয়া	৩	৮০২	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
৭৪	আমদাবাদ	৩০	২৭৫	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৫	জুয়ালভাঙ্গা	৭১	৫৮২	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৭৬	মাল্লা	৭২	৩৬৪	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৭৭	গোপালপুর	৯৪	৮৯৭	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৭৮	বানিয়াপাড়া	১৩৫	৫২৪	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৭৯	তিনগাঁও	১৩৭	৩৮৭	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৮০	মদনপুর	১৪০	৩৭৫	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৮১	কালিকাপুর	১৭৭	৩৬৭	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৮২	খাগাউরা	২	২৬৬	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৮৩	হুসেনপুর	২৩	৩৮৭	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৮৪	হরিরামপুর উত্তর	২৬	২২৩	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৮৫	মৌরী	৮৬	৮৫০	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৮৬	সুদ্রাটেকি	৯১	৪৪১	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৮৭	মিছরিপুর খলা	১০১	৩৪৮	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৮৮	বিহারীপুর	১১৯	৩৪৭	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৮৯	যশপাল	১২০	২৬৫	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৯০	চন্দ্রচড়ি	১৩৫	১৮৮	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৯১	হরিরামপুর দক্ষিণ	১৪৫	৫২২	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৯২	চাম্পাকলা	৪৯	৪৮৫	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
৯৩	চান্দপুর	৫৮	২১৭	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
৯৪	ডেমেশ্বর	৬২	৪১৩	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
৯৫	মশাজান	৬৩	৩৭০	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
৯৬	মনোয়ারাবাদ	৭২	৩৮২	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
৯৭	বেকিটেকা	৭৬	২৮১	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
৯৮	সন্তোষপুর	৮০	৫২৪	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
৯৯	বগুলাখালচক্	৮১	৩২১	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১০০	সুকচর	৮২	২৭১	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১০১	মনোয়ারাবাদ	৮৩	১৭১	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১০২	শ্যামপুর	৮৪	২২২	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১০৩	সেরপুর বাদে চক	৯১	১২৩	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১০৪	আখরা	৯৫	১৮৫	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১০৫	বিশাউড়া	৯৬	৪৮৪	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১০৬	ব্রাহ্মনডোরা	১০৬	৫০৩	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১০৭	বালিহাটা	১১৯	২৪৮	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১০৮	জমুনাবাদ	১২২	২০৮	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১০৯	হামুয়া	১২৫	২২৯	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১১০	গয়েরপুর	১৩৪	৩৫১	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১১১	ঢাকির জাঙ্গাল	১৩৯	২০০	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১১২	বিরাইমচর	১৫১	৪১১	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১১৩	জগন্নাথপুর	১৫৩	৫৮৯	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১১৪	দক্ষিণচর	১৫৭	২৩৭	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১১৫	আলমপুর	১৫৮	১৯৩	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ জানুয়ারি ২০২১/২৬ পৌষ ১৪২৭

নং **৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.০০৫.২০.২৯**—সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির নির্বাহী পরিষদের সদস্যের শূন্য পদে ০৭-১২-২০২০ তারিখের ১২০০ নং স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব গাব্রিয়েল হাঁসদা এর পরিবর্তে জনাব কলেস্তিনা হাঁসদাকে নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসোবে মনোনয়ন দেয়া হলো।

০২। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সদস্যদের মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৬ পৌষ ১৪২৭/১০ জানুয়ারি ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৫**—বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া থানার মামলা নং-০৩, তারিখ : ০৮-০২-২০২০ খ্রি:-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৬**—নীলফামারী জেলার সদর থানার মামলা নং-০৪, তারিখ : ০৩-০৮-২০১৮ খ্রি:-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ঈ) ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৭**—রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার মামলা নং-০৬, তারিখ : ০৬-১০-২০১৬ খ্রি:-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬/৮/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৮**—ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানার মামলা নং-১১, তারিখ : ১৩-০৭-২০২০ খ্রি:-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) এর (ঈ)/৮/৯/১০/১১ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম
উসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
জনসংখ্যা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ পৌষ ১৪২৭/০৬ জানুয়ারি ২০২১

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৫.৯৯.০০৪.২০২০-০৩**—এতদ্বারা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আইইসি টেকনিক্যাল কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

কমিটির রূপরেখা :

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, প: ক: ও আইন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) পরিচালক (আইইএম), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

(৩) পরিচালক (পিএইচসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৪) পরিচালক (কোর্স কারিকুলাম), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

(৫) লাইন ডাইরেক্টর, স্বাস্থ্য শিক্ষা বুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৬) পরিচালক (জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম), বাংলাদেশ টেলিভিশন

(৭) পরিচালক (জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম), বাংলাদেশ বেতার

(৮) পরিচালক, বিসিসিপি, মিরপুর, ঢাকা

(৯) এডিটর কাম ট্রান্সলেটর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা

সদস্য-সচিব

(১০) উপসচিব (জনসংখ্যা-২), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

কমিটির কার্যপরিধি :

(২) গণমাধ্যমসমূহে বর্তমান স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা ভিত্তিক প্রচারপত্র, বাণী ও তথ্যসমূহের পর্যালোচনা ও যুগোপযোগীকরণ;

(২) গণমাধ্যমসমূহে বর্তমান স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা ভিত্তিক প্রচার, প্রচার কার্যের উন্নয়নের জন্য নীতি/ কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(৩) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনাভিত্তিক প্রচার কার্যসমূহ শহর কেন্দ্রিক না রেখে গ্রাম-গঞ্জে বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(৪) স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য বিধি বিষয়ক বিভিন্ন IEC (Information Education and Communication) সামগ্রীর গুণগতমান যাচাই-বাছাই, মুল্যায়ন ও অনুমোদন এবং ছাড়পত্র প্রদান;

(৫) প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কমিটির সভায় কো-অপ্ট করা/আমন্ত্রণ জানানো যাবে;

(৬) যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

দেবী চন্দ
উপসচিব (জনসংখ্যা-২)।

চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ পৌষ ১৪২৭/০৪ জানুয়ারি ২০২১

নং **৫৯.০০.০০০০.১৪০.১৮.০২৫.২১.০৭**—এতদ্বারা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় খুলনা জেলায় 'খুলনা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠার সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলী নূর
সচিব।

শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৬ পৌষ ১৪২৭/৩১ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০২৮.১৯-২২০**—যেহেতু, জনাব এস.এম. জাফরী, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাঘারপাড়া, যশোর এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, তিনি নড়াইল জেলার সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মকালীন উক্ত কার্যালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে তাদের ভ্রমণ ভাতা বিল ও শ্রান্তি বিনোদন ভাতা অনুমোদন এবং পেনশন নথি অগ্রগামী করার জন্য অনৈতিক ও বিধি-বহির্ভূতভাবে টাকা গ্রহণ করেছেন এবং তার এহেন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে নড়াইল জেলার সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩ এর দফা (খ) ও (ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়।

২। যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ১৭-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় কার্যধারা অগ্রসর হওয়া যৌক্তিক প্রতীয়মান হওয়ায় জনাব এস.এম. জাফরী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে জনাব এস.এম. জাফরী এর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং উক্ত বিধিমালার ৩(ঘ) অনুযায়ী আনীত দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অসদাচরণের অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন।

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এস.এম. জাফরী, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাঘারপাড়া, যশোর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণের সমর্থনে যে সকল যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত যুক্তিসমূহ খণ্ডন করে যথাযথ বক্তব্য ও যুক্তি প্রদর্শনে আদৌ সক্ষম হননি। এমতাবস্থায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা, জনাব এস.এম. জাফরী একজন প্রবীণ কর্মকর্তা বিধায় তার বয়স, শারীরিক অবস্থা ও আনীত অভিযোগ সামগ্রিকভাবে বিবেচনাযোগ্য।

৫। সেহেতু, জনাব এস.এম. জাফরী, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা, বাঘারপাড়া, যশোরকে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৭(১১)(ক) বিধি অনুযায়ী লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং উক্ত বিধিমালার ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক প্রজ্ঞাপন ইস্যুর তারিখ হতে ০১ (এক) বৎসর সময়কালের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৭ পৌষ ১৪২৭/১১ জানুয়ারি ২০২১

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪৫.২০-২২৪**—যেহেতু, ডাঃ নন্দ দুলাল বিশ্বাস, মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক) মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, মাগুরা এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মাগুরা থানার মামলা নং ৩৮, তারিখ : ১৯-০৫-২০১২ (জি আর ৩০০/১২) ধারা দণ্ডবিধির ৩০৮ এর ০৯-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখের রায়ে তাকে উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ১ (এক) বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মাগুরা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রায়ের কপিসহ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ০৫-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫৯.১১.০০০০.১৫৩.২৭.১৩৯.২০-২৩১ নং স্মারকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়;

২। যেহেতু, ডাঃ নন্দ দুলাল বিশ্বাস, মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক), মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, মাগুরা-কে ফৌজদারি মামলায় বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর মেয়াদের কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে এবং যেহেতু সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪২(২) ধারা মোতাবেক তার উপর দণ্ড আরোপযোগ্য;

৩। সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪২(২)(খ) ধারা মোতাবেক ডাঃ নন্দ দুলাল বিশ্বাস এর বেতন বৃদ্ধি ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আলী নূর
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৯ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৫৭.১০.৮২—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১।	হরেকৃষ্ণপুর	৬৯	৫৩৫	মিঠাপুকুর	রংপুর
২।	খামার হরিপুর	৯৪	৪৬০	মিঠাপুকুর	রংপুর
৩।	ফরমুদের পাড়া	১০৯	৬৬৩	মিঠাপুকুর	রংপুর
৪।	সংগ্রামপুর	২১৯	৭৭২	মিঠাপুকুর	রংপুর
৫।	কয়েরমারী	২২৪	৪৩৮	মিঠাপুকুর	রংপুর
৬।	আরিপপুর	২৮৪	৬৩০	মিঠাপুকুর	রংপুর
৭।	পীরমামুদ	৬১	৩৮৯	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৮।	ফুলবাড়ী উপানচৌকি	৬৬	২৬৮	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৯।	গোবর্দ্ধনদোলা	৬৮	২০২	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
১০।	মেকলী	৭৮	২৭৪	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
১১।	দুধ খাওয়া	৯৫	৫৮২	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
১২।	ভবানীপুর	২৮	১৪৪২	নাগেশ্বরী	কুড়িগ্রাম
১৩।	পশ্চিম পায়রাডাঙ্গা	৩৯	২০১৯	নাগেশ্বরী	কুড়িগ্রাম
১৪।	বামনডাঙ্গা	৪৫	১৯৯৯	নাগেশ্বরী	কুড়িগ্রাম
১৫।	জালালতাইড়	৭৬	৩০১	সাঘাটা	গাইবান্ধা
১৬।	কালুরপাড়া	৮৮	১৯৫	সাঘাটা	গাইবান্ধা
১৭।	শিমুলবাড়িয়া	১০২	২৮৯	সাঘাটা	গাইবান্ধা
১৮।	জুমারবাড়ী	১০৮	৩৩৮	সাঘাটা	গাইবান্ধা
১৯।	সারাই	১	৪১৬৯	কাউনিয়া	রংপুর
২০।	নাজিরদহ	৬	৩০৭৮	কাউনিয়া	রংপুর
২১।	বাজে শীবপুর	১০৮	৫২১	পীরগঞ্জ	রংপুর
২২।	বাজিতপুর	১৫৩	৩৭৩	পীরগঞ্জ	রংপুর
২৩।	বারইপাড়া	১৫৫	৪২০	পীরগঞ্জ	রংপুর
২৪।	নগর জিতপুর	৭৪	৬৮১	পীরগাছা	রংপুর
২৫।	সোনারায়	১৫৯	৯৫৬	পীরগাছা	রংপুর
২৬।	উদয়পুর	৭৯	৩৫৫	মিঠাপুকুর	রংপুর
২৭।	হরিনারায়ণপুর	৯১	৩৮৫	মিঠাপুকুর	রংপুর
২৮।	চেঙ্গমারী	১১২	১৫১৫	মিঠাপুকুর	রংপুর
২৯।	লস্করপুর	২১৭	৩৫৪	মিঠাপুকুর	রংপুর
৩০।	রাধাবল্লভপুর	২২৬	৩৫২	মিঠাপুকুর	রংপুর
৩১।	আছরাবপুর	২৩৭	৩৫৪	মিঠাপুকুর	রংপুর
৩২।	কাশীপুর	২৫৩	৩৮৪	মিঠাপুকুর	রংপুর
৩৩।	কিস্‌মত পুনকর	১৯	৬২৯	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৩৪।	গাবুর হেলান	৩২	৮১	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৩৫।	ছিনাই	৮১	১৫০	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৩৬।	চতুর্ভূজ	৮৩	২৩৬	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৩৭।	দেবালয়	৮৯	৩১৭	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৩৮।	কিসমত পাইকপাড়া	৯০	৩১৯	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৩৯।	রামকাজ্জি	৯১	১৭৩	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৪০।	কোনারাম	৯৩	১৫৫	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৪১।	ফলিয়া	৮৩	১০৭৫	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৪২।	কড়াইবাড়ী	১২০	৪৭৭	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৪৩।	চিথলিয়াদিগর	১৩৬	১৯৯৯	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৪৪।	পারশুন্দইল	১৭৩	১৮১	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৪৫।	চকপাখড়া	২০৩	৪১৯	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৪৬।	মালাধর	২২৬	২৯৬	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৪৭।	বড় সোহাগী	২৪০	৩৩১	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৪৮।	তালুক সোনাইডাঙ্গা	৩০২	৪০৯	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান

উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ১৪ চৈত্র ১৪২৭/২৮ মার্চ ২০২১

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৮৭.১৬-২৭০—সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের "চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প" এর প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান (৬৮০৪) গত ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ বুধবার রাত ১২:১৫ মিঃ সি.এস.সি আর হাসপাতাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রামে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি .....রাজিউন)।

০২। জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান (৬৮০৪) ১২ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৮ মে ২০০১ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ১৫ মে ২০১৬ তারিখে সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের "চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প" এর প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

০৩। জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান (৬৮০৪) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান (৬৮০৪) এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ১৪ চৈত্র ১৪২৭/২৮ মার্চ ২০২১

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৭৯.২১-২৭৩—কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ সেলিম (পরিচিতি নং-৭৮৭০) ১৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ বেলা ০২.৫৫ মি. ল্যাব এইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি .....রাজিউন)।

০২। জনাব মোঃ সেলিম (৭৮৭০) ০১ নভেম্বর ১৯৬৫ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৫ নভেম্বর ১৯৯৩ তারিখে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক (উপসচিব) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

০৩। জনাব মোঃ সেলিম (পরিচিতি নং-৭৮৭০) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মোঃ সেলিম (পরিচিতি নং-৭৮৭০) এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ৩ মার্চ ২০২১ ইং

নং **বিচার-৭/২-এন-২৬/০৪(অংশ-১)-৫৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (সৈয়দ মিজানুর রশিদ, পিতা-সৈয়দ আমিনুর রশিদ, মাতা-আমিনা বেগম, গ্রাম-লুদরপুর, ডাকঘর-ভবের বাজার, উপজেলা-জগন্নাথপুর, জেলা-সুনামগঞ্জ)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর পৌরসভার ০১, ০২ ও ০৫ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৪ মার্চ ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-৬৩/২০০২-৭১**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (আব্দুল করিম, পিতা-আক্তার হোসাইন, মাতা-কল্পনা খাতুন, গ্রাম-পাঁচগজারী, ডাকঘর-শোলাকুড়ী, উপজেলা-মধুপুর, জেলা-টাঙ্গাইল)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার ১১ নং শোলাকুড়ী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ চৈত্র ১৪২৭/২৯ মার্চ ২০২১

নং ৫৯.০০.০০০০.১৪০.১৯.০০৩.২১.১৯৫—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮' এর ১২ ধারা অনুসারে অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগ, বিএসএমএমইউ-কে নিম্নেবর্ণিত শর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ করা হলো :

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিযুক্তির মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর হবে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তিনি নিয়মিত চাকরির বয়সপূর্তিতে মূল পদ থেকে অবসরগ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন শেষে উক্ত মেয়াদের অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ (গ্রেড-১) বেতনভাতাদি প্রাপ্য হবেন;

(গ) তিনি বিধি অনুযায়ী ভাইস-চ্যান্সেলর পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন;

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮' এর ১৪ ধারা অনুযায়ী তাঁর দায়িত্বাবলি পালন করবেন; এবং

(ঙ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং ৫৯.০০.০০০০.১৪০.১৯.১৭৯.২১.১৯৬—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮' এর ১৫(১) ধারা অনুসারে অধ্যাপক ডাঃ এ কে এম মোশাররফ হোসেন, ডীন, মেডিসিন অনুষদ ও অধ্যাপক, রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগ, বিএসএমএমইউ-কে নিম্নেবর্ণিত শর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ করা হলো :

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিযুক্তির মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর হবে;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতনভাতাদি প্রাপ্য হবেন;

(গ) তিনি বিধি অনুযায়ী প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন;

(ঘ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮' এর ১৫(২) ধারা অনুযায়ী তাঁর দায়িত্বাবলি পালন করবেন; এবং

(ঙ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর
এর আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবদুল কাদের
উপসচিব।

বিনিয়োগ অগ্রাধিকার

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ ২৬ ফাল্গুন ১৪২৭/১১ মার্চ ২০২১

পত্র নং- ০৩.৭৫৯.১৪.০২০.০০.০২৪.২০১৫(অংশ-২)-৯৭২—কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার সোনাচর মৌজায় কুমিল্লা ইকোনমিক জোন নামে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন ও প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্তির জন্য জনাব তানভীর আহম্মেদ মোস্তফা, পরিচালক, কুমিল্লা ইকোনমিক জোন লিঃ, ফ্রেশ ভিলা, হাউজ-১৫, রোড-৩৪, গুলশান- ১, ঢাকা-১২১২ এর নিজস্ব মালিকানাধীন তফসিলসহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন। নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত তাদের দাবিকৃত মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৫৫.৫১৪৪ (পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এক চার চার) একর। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ অনুচ্ছেদ ৫(২) অনুসারে প্রস্তাবিত বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কোনো ব্যক্তি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়বদ্ধ থাকলে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট (লেভেল-১২), ১১১, বীর উত্তম সি.আর.দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫ ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য মাস্টারপ্লান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়নসহ শিল্পকারখানা স্থাপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ETP) স্থাপন করা হবে।

জমির মালিকানা: মোস্তফা কামাল, বিউটি আক্তার, তানভীর আহম্মেদ মোস্তফা, তানজিমা বিনতে মোস্তফা, কুমিল্লা ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোং লিঃ,মেঘনা প্রপার্টিজ লিঃ,ইউনাইটেড সুগার মিলস লিঃ,ইউনিক হ্যাচারী এন্ড ফিডস লিঃ

জেলাঃ কুমিল্লা, উপজেলাঃ মেঘনা, মৌজাঃ সোনাচর, জে.এল.নং. ০৬

বি.এস. খতিয়ান নং :

১০, ১১, ১৪, ১৭, ২৭, ৫০, ৫১, ৭৪, ৭৮, ৮৫, ৯৬, ১১৩, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩৪, ১৩৫, ১৫৯, ১৬১, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬, ২২৭, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৬৫, ২৬৭, ২৭৩, ২৯৭, ২৯৮, ৩৩৬, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৪৮, ৩৫৭, ৩৬৩, ৪১৬, ৪২১, ৪৩৩, ৪৩৭, ৪৫২, ৪৬৫, ৪৭২, ৫০৮, ৫০৯, ৫১২, ৫১৩, ৫২৬, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৮১, ৬০৩, ৬১২, ৬১৮, ৬২৪, ৬৩৩, ৬৩৬, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৬৯, ৬৭৫, ৬৮৬, ৬৯১, ৬৯৩, ৭০০, ৭০১, ৭১৫, ৭১৯, ৭২৫, ৭২৬, ৭৩০, ৭৩৭, ৭৮১, ৭৯৩, ৮২৩, ৮৪৫, ৮৫৬, ৮৬৬, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭১, ৮৮৬, ৮৯০, ৮৯২, ৯০০, ৯০২, ৯০৩, ৯১৩, ৯১৪, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৭, ৯৪২, ৯৫৬, ৯৭১, ৯৭২, ৯৯৪, ৯৯৮, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬, ১০১০, ১০১২, ১০১৪, ১০৩৪, ১০৩৯, ১০৪১, ১০৪৪, ১০৫০, ১০৫৯, ১০৬২, ১০৯০, ১১০৩, ১১২২, ১১২৮, ১১৩৬, ১১৩৯, ১১৭৮, ১১৮১, ১২০৪, ১২১৭, ১২২০, ১২২২, ১২২৮, ১২৩৬, ১২৩৭, ১২৩৯, ১২৫০, ১২৬৯, ১২৮০, ১২৯০, ১২৯৪, ১৩৩৮, ১৩৫৮, ১৩৫৯, ১৩৬৩, ১৩৮৪, ১৩৮৬, ১৩৯০, ১৩৯৯, ১৪০০, ১৪০৯, ১৪২২, ১৪৩৬, ১৪৩৭, ১৪৩৮, ১৪৪০, ১৪৪২, ১৪৫০, ১৪৫৮, ১৪৬৬, ১৪৭৮, ১৪৮১, ১৪৮২, ১৫০১, ১৫১০, ১৫১৮, ১৫৩৩, ১৫৩৪, ১৫৫৯, ১৫৯২, ১৫৯৩, ১৫৯৬, ১৫৯৭, ১৬০৯, ১৬২৭, ১৬৩৫, ১৬৪৩, ১৬৪৬, ১৬৪৭, ১৬৫০, ১৬৫৩, ১৬৬৫, ১৬৭০, ১৬৭৫, ১৬৯০, ১৬৯২, ১৬৯৬, ১৬৯৯, ১৭০৮, ১৭৬১, ১৭৬৪, ১৭৫২, ১৭৫৩, ১৭৬৯, ১৭৮১, ১৭৮২, ১৮১৯, ১৮২৩, ১৮২৯, ১৮৩০, ১৮৩৮, ১৮৩৯, ১৮৫৪, ১৮৫৬, ১৮৯৩, ১৯০৫, ১৯১৭, ১৯২৯, ১৯৫৬, ১৯৬৬, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৮১, ১৯৮৮, ১৯৯৪, ১৯৭১, ২০১১, ২০৪২, ২১০৩, ২১৩৬, ২১৪২, ২১৫২, ২১৫৩, ২১৫৬, ২১৫৭, ২১৫৯, ২১৭০, ২১৭৬, ২১৮৪, ২১৯৪, ২২০২, ২২০৭, ২২০৮, ২২৩৯, ২২৪০, ২২৪৩, ২২৪৮, ২২৮৮।

মোট খতিয়ান ২৩৩ টি

বি.এস. দাগ নং :

২ (আংশিক), ৫ (আংশিক), ১১ (আংশিক), ১২ (আংশিক), ১৭,২১ (আংশিক), ৩০ (আংশিক), ৩২ (আংশিক), ৩৫ (আংশিক), ৩৬ (আংশিক) ৩৯ (আংশিক), ৪০,৪৩ (আংশিক), ৪৫ (আংশিক), ৪৬ (আংশিক), ৪৮,৪৯ (আংশিক), ৫০,৫৬ (আংশিক), ৬২ (আংশিক), ৩২৫৩৪০ (আংশিক), ৩৪৩ (আংশিক), ৩৪৪ (আংশিক), ৩৪৫,৩৪৬ (আংশিক), ৩৪৭,৩৪৮ (আংশিক), ৩৪৯ (আংশিক), ৩৫,৩৫২ (আংশিক), ৩৫৭ (আংশিক), ৩৫৮ (আংশিক), ৩৫৯ (আংশিক), ৩৬০ (আংশিক), ৩৬১, ৩৬২ (আংশিক), ৩৬৩ (আংশিক), ৩৬৪ (আংশিক), ৩৬৮ (আংশিক), ৩৬৯ (আংশিক), ৩৭১ (আংশিক), ৩৭৪ (আংশিক), ৩৭৬ (আংশিক), ৩৮৯ (আংশিক), ৩৯০ (আংশিক), ৩৯১ (আংশিক), ৩৯৫ (আংশিক), ৩৯৮ (আংশিক), ৩৯৯, ৪০৩ (আংশিক), ৪০৬ (আংশিক), ৪০৯ (আংশিক), ৪১০ (আংশিক), ৪১১ (আংশিক), ৪১২ (আংশিক), ৪১৭ (আংশিক), ৪১৮, ৪১৯, ৪৩৫, ৪৩৮ (আংশিক), ৪৩৯ (আংশিক), ৪৪৪ (আংশিক), ৪৪৬ (আংশিক), ৪৪৮ (আংশিক), ৪৪৯ (আংশিক), ৪৫০ (আংশিক), ৪৫১, ৪৫৬ (আংশিক), ৪৫৯ (আংশিক), ৪৬০ (আংশিক), ৪৬২ (আংশিক), ৪৬৩ (আংশিক), ৪৬৪ (আংশিক), ৪৬৫ (আংশিক), ৪৬৭ (আংশিক), ৪৬৮ (আংশিক), ৪৭১ (আংশিক), ৪৭৩, ৪৭৪ (আংশিক), ৪৭৫ (আংশিক), ৪৭৬ (আংশিক), ৪৮৪ (আংশিক), ৪৮৭ (আংশিক), ৪৮৮ (আংশিক), ৪৮৯ (আংশিক), ৪৯০ (আংশিক), ৪৯১, ৪৯৪ (আংশিক), ৪৯৫ (আংশিক), ৫০০ (আংশিক), ৫০২, ৫০৩ (আংশিক), ৫০৫, ৫০৬ (আংশিক), ৫০৭ (আংশিক), ৫০৮ (আংশিক), ৫৩১ (আংশিক), ৫৩২ (আংশিক), ৫৩৮, ৫৩৯ (আংশিক), ৫৪২ (আংশিক), ৫৪৩ (আংশিক), ৫৪৪ (আংশিক), ৫৪৫ (আংশিক), ৫৪৬ (আংশিক), ৫৪৭ (আংশিক), ৫৪৮ (আংশিক), ৫৪৯ (আংশিক), ৫৫০ (আংশিক), ৫৫১ (আংশিক), ৫৫৩ (আংশিক), ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৭ (আংশিক), ৫৬২ (আংশিক), ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫ (আংশিক), ৫৮৯ (আংশিক), ৫৯০, ৫৯২ (আংশিক), ৫৯৪ (আংশিক), ৬০৪ (আংশিক), ৬০৬ (আংশিক), ৬১২ (আংশিক), ৬১৯, ৬২০, ৬২১ (আংশিক) ৬২৪ (আংশিক), ৬২৫ (আংশিক), ৬২৯ (আংশিক), ৬৩০, ৬৩১ (আংশিক), ৬৩২ (আংশিক), ৬৩৩ (আংশিক), ৬৩৪ (আংশিক), ৬৩৫ (আংশিক), ৬৩৯ (আংশিক), ৬৪১ (আংশিক), ৬৪৪ (আংশিক), ৬৪৫ (আংশিক), ৬৪৭ (আংশিক), ৬৪৮ (আংশিক), ৬৪৯ (আংশিক), ৬৫১ (আংশিক), ৬৫৩ (আংশিক), ৬৫৪ (আংশিক), ৬৫৬ (আংশিক), ৬৫৯ (আংশিক), ৬৬৫ (আংশিক), ৬৬৬ (আংশিক), ৬৬৯ (আংশিক), ৬৭৩ (আংশিক), ৬৭৪ (আংশিক), ৬৭৫ (আংশিক), ৬৮১ (আংশিক), ৬৮৩ (আংশিক), ৬৮৬ (আংশিক), ৬৮৭ (আংশিক), ৬৮৯ (আংশিক), ৬৯০ (আংশিক), ৬৯১ (আংশিক), ৬৯২ (আংশিক), ৬৯৩ (আংশিক), ৬৯৪ (আংশিক), ৬৯৫ (আংশিক), ৬৯৮ (আংশিক), ৭০০ (আংশিক), ৭০১ (আংশিক), ৭০৩ (আংশিক), ৭০৪ (আংশিক), ৭০৫ (আংশিক), ৭০৬ (আংশিক), ৭০৭ (আংশিক), ৭০৯ (আংশিক), ৭১১ (আংশিক), ৭১২ (আংশিক), ৭১৩ (আংশিক), ৭১৫ (আংশিক), ৭১৬ (আংশিক), ৭২০ (আংশিক), ৭২৪ (আংশিক), ৭২৬ (আংশিক), ৭২৯ (আংশিক), ৭৩০ (আংশিক), ৭৩২ (আংশিক), ৭৩৯ (আংশিক), ৭৪০ (আংশিক), ৭৪৩ (আংশিক), ৭৪৭ (আংশিক), ৭৫২ (আংশিক), ৭৫৫ (আংশিক), ৭৫৭ (আংশিক), ৭৬২ (আংশিক), ৭৬৪ (আংশিক), ৭৬৬ (আংশিক), ৭৬৭ (আংশিক), ৭৬৮ (আংশিক), ৭৬৯ (আংশিক), ৭৭০ (আংশিক), ৭৭১ (আংশিক), ৭৭২ (আংশিক), ৭৭৩ (আংশিক), ৭৭৬ (আংশিক), ৭৭৭ (আংশিক), ৭৭৮ (আংশিক), ৭৮০ (আংশিক), ৭৮১ (আংশিক), ৭৮২ (আংশিক), ৭৮৪ (আংশিক), ৭৮৫ (আংশিক), ৭৯০ (আংশিক), ৭৯২, ৮০০ (আংশিক), ৮০১ (আংশিক), ৮০৩ (আংশিক), ৮০৪ (আংশিক), ৮০৫ (আংশিক), ৮১০ (আংশিক), ৮১৪ (আংশিক), ৮১৬,৮১৮ (আংশিক), ৮২৭ (আংশিক), ৮২৮ (আংশিক), ৮৩১ (আংশিক), ৮৩৬,৮৩৯ (আংশিক), ৮৪১ (আংশিক), ৮৪৩ (আংশিক), ৮৪৫ (আংশিক), ৮৫২ (আংশিক), ৮৫৩ (আংশিক), ৮৫৬ (আংশিক), ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০ (আংশিক), ৮৬১ (আংশিক), ৮৬৪ (আংশিক), ৮৬৬, ৮৭০ (আংশিক), ৮৭১ (আংশিক), ৮৭২ (আংশিক), ৮৭৩ (আংশিক), ৮৭৭ (আংশিক), ৮৭৮ (আংশিক), ৮৭৯, ৮৮৩ (আংশিক), ৮৯১ (আংশিক), ৮৯৭ (আংশিক), ৯০১, ৯০৪ (আংশিক), ৯০৫ (আংশিক), ৯৪৮ (আংশিক), ৯৪৯ (আংশিক), ৯৫০ (আংশিক), ৯৫১, ৯৫৩ (আংশিক), ৯৫৭ (আংশিক), ৯৬০, ৯৭০ (আংশিক), ৯৭১ (আংশিক), ৯৭৪ (আংশিক), ৯৭৮ (আংশিক), ৯৭৯ (আংশিক), ৯৮০ (আংশিক), ৯৮১ (আংশিক), ৯৮২ (আংশিক), ১০০০ (আংশিক), ১০০১ (আংশিক), ১০০২ (আংশিক), ১০০৪ (আংশিক), ১০০৫ (আংশিক), ১০০৬ (আংশিক), ১০০৮ (আংশিক), ১০১১ (আংশিক), ১০১২ (আংশিক), ১০১৪ (আংশিক), ১০১৮, ১০১৯, ১০২১ (আংশিক), ১০২৬ (আংশিক), ১০২৮ (আংশিক), ১০৩০ (আংশিক), ১০৩১ (আংশিক), ১০৩২ (আংশিক), ১০৩৩ (আংশিক), ১০৩৪ (আংশিক), ১০৩৬ (আংশিক), ১০৩৭ (আংশিক), ১০৪১ (আংশিক) ১০৪২ (আংশিক), ১০৪৩, ১০৪৬ (আংশিক), ১০৪৭ (আংশিক), ১০৫০ (আংশিক), ১০৫২ (আংশিক), ১০৫৭ (আংশিক), ১০৫৯ (আংশিক), ১০৬০ (আংশিক), ১০৬৩ (আংশিক), ১০৬৪ (আংশিক), ১০৬৮ (আংশিক), ১০৬৯, ১০৭১ (আংশিক), ১০৭৩ (আংশিক), ১০৭৪ (আংশিক), ১০৭৫ (আংশিক), ১০৭৬ (আংশিক), ১০৭৮ (আংশিক), ১০৭৯ (আংশিক), ১০৮০ (আংশিক), ১০৮১, ১০৮২ (আংশিক), ১০৮৪ (আংশিক), ১০৮৬ (আংশিক), ১০৮৭ (আংশিক), ১০৮৮ (আংশিক), ১০৮৯ (আংশিক), ১০৯১ (আংশিক), ১০৯৩, ১০৯৪ (আংশিক), ১০৯৮ (আংশিক), ১১০৬ (আংশিক), ১০৩৪/১১১২(আংশিক)।

মোট দাগ **৩২৫** টি এবং জমির পরিমাণ = **৫৫.৫১৪৪ (পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এক চার চার)** একর

চৌহদ্দি : উত্তর : বাঘাইনি লক্ষি মৌজা , দক্ষিণ : মেঘনা শাখা নদী, পশ্চিম : মেঘনা শাখা নদী, পূর্বঃ দরি লুটেরচর গ্রাম

নিবন্ধন নম্বর ও সাল :

১৩৩৯/১০, ১৫৩৩/১০, ২১৫০/১০, ২৯৮৬/১০, ৩১৯৭/১০, ৩৩৩৯/১০, ৩৪৩৩/১০, ৪১৮৫/১০, ৪৩৯৫/১০, ৪৪৪১/১০, ৪৫৪৫/১০, ৪৫৫০/১০, ৪৫৫১/১০, ৪৫৬১/১০, ৪৬৭১/১০, ৪৬৭২/১০, ৪৭১৩/১০, ৪৮১০/১০, ৪৯৫৫/১০, ৫০০৬/১০, ৫১৫৫/১০, ৫২০৮/১০, ৫২০৯/১০, ৫২৬০/১০, ৫২৬৪/১০, ৫২৯৯/১০, ৫৪৫২/১০, ৫৫৫২/১০, ৫৫৬২/১০, ৫৮৫৫/১০,৬০৫৯/১০, ৬০৬৫/১০, ৬০৮১/১০, ৬২৮৮/১০, ৬৩৫২/১০, ৬৪৪১/১০, ৬৪৮৭/১০, ৬৪৯০/১০, ৬৪৯৫/১০, ৬৫৫৮/১০, ৬৫৬১/১০,৬৭৯৫/১০, ৬৮৫১/১০, ৭০০৭/১০, ৭১৩৪/১০, ৭১৩৬/১০, ৭৩৯৯/১০, ৭৪৩৯/১০, ৭৫৪৯/১০, ৭৭১৭/১০,৭৮৯২/১০, ৭৯৭২/১০, ৭৯৭৩/১০, ৭৯৭৫/১০, ৮২২৩/১০, ৮৬২০/১০, ৮৭৩১/১০, ৮৭৩৩/১০, ৮৮৭৯/১০, ৯১৩৭/১০, ৯১৩৮/১০, ৯২২৮/১০, ৯৩১১/১০, ১৯২০/১১, ২৩৪০/১১, ২৩৯০/১১,৩১৪০/১১, ৭৭৯০/১১, ৮৫১০/১১, ৯৬৮০/১১, ২০৪৬০/১১, ২০৯৭০/১১, ২১৪৫০/১১, ২২২৯০/১১,২৫০৮০/১১, ২৫০৯০/১১, ২৫৭৩০/১১, ২৭৪০০/১১, ২৮৪৩০/১১, ২৯৯৫০/১১, ৩৫১০০/১১, ৩৫১৩০/১১, ৪৭৬৫০/১১, ৪৭৬৯০/১১, ৪৮৭৬০/১১, ৫৫৪৯০/১১, ৫৫৫০০/১১, ৫৫৫২০/১১, ৩২২/১৩,২৭৪০/১৫, ৩১০০/১৫, ২২১১০/১৫, ২২২১০/১৫, ১২২৩০/১৬,

২১০১০/১৬, ২৪৪১০/১৬, ২৪৪৬০/১৬, ২৪৪৭০/১৬, ২৪৫০০/১৬, ২৪৫২০/১৬, ২৪৫৭০/১৬, ২৪৫৮০/১৬, ২৫৫৭০/১৬, ২৬৪০০/১৬, ৩৪৪৭০/১৬, ৩৪৪৮০/১৬, ৩৪৫০০/১৬, ৩৪৭৪০/১৬, ৩৪৮৭০/১৬, ৩৬০৯০/১৬, ৩৬৩৯০/১৭, ৩৫৮৮০/১৭, ৩৫৮২০/১৭, ৭১১০/১৭, ৩৬৫৩০/১৭, ৩৭৭০/১৭, ৩০৫৫০/১৭, ২৮৮৫০/১৭, ১৬৮৮০/১৭, ৮৯৩০/১৭, ৮৯৪০/১৭, ৮৯৫০/১৭, ৩৭৯০/১৭, ২৮১৪০/১৭, ৩৮১০/১৭, ৪৩২৯০/১৭, ২৭৮৬০/১৭, ২৪৮৪০/১৭, ২০৮২০/১৭, ৭১৯০/১৭, ২৪৮৯০/১৭, ৩৫৬২০/১৭, ১৬৭৭০/১৭, ৩২৭৮০/১৭, ৩১০১০/১৭, ৩৫৫৫০/১৭, ৩৫৩০/১৭, ৩৬০১০/১৭, ৩১১২০/১৭, ৩৬২০০/১৭, ৩৫৫৬০/১৭, ২৯১৩০/১৭, ২৫৭০/১৭, ৩১৫৫০/১৭, ৫৯২০/১৮, ১৩৭৪০/১৮, ১৪৩০০/১৮, ১৫১৫০/১৮, ১৯৩১০/১৮, ২১৯৬০/১৮, ২২৬৪০/১৮, ২২৯৪০/১৮, ২৩৪৭০/১৮, ২৮১২০/১৮, ৩০৩১০/১৮, ৩২২৯০/১৮, ৩৮৫৯০/১৮, ৩৯৭৬০/১৮, ৪১৫৬০/১৮, ৪১৮৫০/১৮, ৪১৮৬০/১৮, ৫১৫৬০/১৮, ১২৪০/১৯, ৪১১০/১৯ , ৪১৩০/১৯, ৫৬১০/১৯, ৫৬২০/১৯, ৭১৪০/১৯, ৭৮০০/১৯, ৯০৯০/১৯, ৯৮১০/১৯, ১১৯০০/১৯, ১৩৪৩০/১৯, ১৪১৮০/১৯, ১৫৬১০/১৯, ১৮৫২০/১৯, ২০৪৪০/১৯, ২১৪৪০/১৯, ২২৫৭০/১৯, ২৯৩৪০/১৯, ২৯৪৭০/১৯, ৩০৪৪০/১৯, ৩৪০৩০/১৯, ৩৪১৭০/১৯, ৩৭৯৭০/১৯, ৩৭৯৮০/১৯, ১৭২০/২০, ৩০৯০/২০, ৩৫১০/২০, ৪৮৮০/২০, ৫৬৮০/২০, ৭২৯০/২০, ১২০৬০/২০, ১২০৯০/২০, ১৩৮২০/২০, ১৭৩৪০/২০, ১৭৪৯০/২০, ১৭৫৮০/২০, ২০২৭০/২০, ২০২৮০/২০, ২২৮১০/২০, ২৪০৭০/২০, ২৫৫৪০/২০, ২৭৬৩০/২০, ২৯২৫০/২০, ২৯৮৯০/২০, ২৯৯০০/২০, ২৯৯৮০/২০, ৩০৯৪০/২০, ৩০৯৬০/২০, ৩০৯৯০/২০, ৩১৪৫০/২০, ৩১৭৬০/২০, ৩৫৫৪০/২০, ৩৮৪৬০/২০, ৩৮৪৮০/২০, ৩৮৫০০/২০, ৪০২৬০/২০, ৪০২৭০/২০, ৩২২০০/২০, ৩২৩০০/২০, ৮১৮০/২১, ১৪৯০/২১, ৮২০০/২১, ৭৮২০/২১, ৮১৯০/২১, ৭/২১।

মোঃ শোয়েব
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ১৪ চৈত্র ১৪২৭/২৮ মার্চ ২০২১

নং-০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৮২.২১-২৮১—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার রাজশাহী স্থাপন প্রকল্প'' এর প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (পরিচিতি নম্বর-২০১৮৯) করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে গত ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ রাত ০৯.০৮ মি. কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)

০২। জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (২০১৮৯) ১৫ মার্চ ১৯৬৫ তারিখে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২১ জানুয়ারি ১৯৯৪ তারিখে তৎকালীন বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার রাজশাহী স্থাপন প্রকল্প'' এর প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

০৩। জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (পরিচিতি নম্বর-২০১৮৯) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (পরিচিতি নম্বর-২০১৮৯) এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।